ঘুষ ইজ ভেরি গুড ফর হেল্‌থ!

আহসান কবির

আত্মায় চাষাবাদ : সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে শুনেছি ঢাকার সেক্রেটারিয়েটের এক টয়লেটের দেয়ালে নাকি লেখা ছিল- দুর্বল চিত্তের লোকেরা যেন ঘুষ না খায়। হার্ট ডিজিজ হয়ে যাবে। যাদের আত্মা আছে, ঘুষ খেতে পারে তারাই!

বাংলাদেশে 'আত্মওয়ালা' লোকের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ভাবতে ভালোই লাগে। পর পর চারবার ঘুষ-দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এই চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখার জন্যও আত্মওয়ালা লোকের দরকার। সুতরাং- নিবিড় মনে বারো মাস, আত্মায় করুন ঘুষের চাষ!

নরক : মুসলমান মাত্রই হয়তো এ হাদিস শিখেছেন, 'আর রাশি ওয়াল মুরতাসি, ফিন নার।' ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই নরকের আগুনে জ্বলবে। শেষ বিচার শেষে যখন জ্বলে উঠবে নরকের আগুন, ঘুষ খাওয়ার পাপে সেখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যাধিক্যই কি বেশি থাকবে? হায়! এখনো কি কেউ ঘুষ-দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবার মতো নিকৃষ্ট উল্লাসে বলবে, নরকের আগুন তো আমরাই জ্বালিয়ে রাখছি।

জন্মের পরে এখন সবাই দেখে 'শিখা অনির্বাণ জ্বলছেই। নরকেও আমাদের কোটি কোটি ভাই শিখা অনির্বাণ হয়ে প্রবেশ করবেন। বলুন নাউযুবিল্লাহ।

গুড ফর হেল্‌থ : প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে যেমন চাষাবাদের চল ছিল। তেমনি ঘুষেরও চল ছিল। 'উপঢৌকন' কিংবা 'ইনাম' শব্দটা তো রাজা-বাদশাদের আমলে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটিশ আমলেও এ উপমহাদেশে ঘুষের প্রচলন ছিল ব্যাপক। এরশাদ যেমন ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলেও তেমনি সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ

খাওয়া রুখতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছিল। এমন একটি পদক্ষেপ ছিল, ঘুষ গ্রহীতাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার প্রদান। তো এক বাঙালি চাষি এসে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালো। সামবডি ইজ ইটিং ঘুষ। ঘুষ শব্দটি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে পারলেন না। কিন্তু চাষির হাবভাবে বুঝলেন কোথাও মারাত্মক কিছু ঘটেছে। তিনি অধস্তনদের নিয়ে ছুটলেন চাষির সঙ্গে। চাষি তাদের নিয়ে গেল কৃষি দপ্তরের এক ঘুষখোর কর্মচারীর কাছে। ঘুষ হিসেবে অবশ্য ঐ কর্মচারীকে দেয়া হয়েছিল এক কাঁদি কলা। কর্মচারী ঐ কলা খাচ্ছিলো। ম্যাজিস্ট্রেট কর্মচারীর কলা খাওয়া দেখে পুলকিত হলেন। তারপর রাশভারী গলায় বললেন ও-হ-হ, দিস ইজ ঘুষ? ঘুষ ইজ ভেরি গুড ফর হেল্‌থ। ব্রিটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত দেশবাসীর আর কোনো উন্নতি না হোক, গড় স্বাস্থ্য নির্ঘাত বেড়েছে।

প্রতিশব্দ : বাংলা ব্যাকরণে প্রতিশব্দ অথবা সমার্থক শব্দ বলে যা আছে তা অনেকেই জানেন। ঘুষের যতো সমার্থক শব্দ আছে, অন্য কোনো শব্দে ততো আছে কি না সন্দেহ! প্রাচীনকালে ছিল উপঢৌকন কিংবা ইনাম। একালে আছে উপরি, দুই নম্বরি, বাম হাতের কাজ, টু পাইস, চা পানের খরচ, বখশিশ, সেলামি, খুশি করা, উৎকোচ, মালপানি, খরচপাতি, বোনাস এমনি আরো কতো।

এ দেশে এখন বিয়ের প্রসঙ্গ এলে হবু বরের কোনো উপরি আয় আছে কি না রীতিমতো খোঁজ নেয়া হয়। থাকলে হয়তো কন্যাপক্ষ বলে ফেলে, 'তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ।' বিয়ের বাজারে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চেয়ে তিতাস গ্যাসের মিটার রিডার কিংবা কাস্টমস অফিসের কেরানির চাহিদা অনেক অনেক বেশি। ধরে নিন এরা প্রতিবার পুরস্কার পাবার আশায় কোনো প্রতিষ্ঠানকে অথবা মনোনয়ন পাবার লোভে কোনো দলকে কিংবা ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাবেন কোনো স্কুল-কলেজে, তখন যে ঘুষ আপনাকে দিতে হবে সেই ঘুষের ইংরেজি ভার্সন হচ্ছে 'ডোনেশন'।

প্রেমিকাকে বগলদাবা করে রাখতে চান? স্ত্রীর ভালোবাসা বারো মাস নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে চান? তাহলে যে ঘুষ আপনাকে দিতে হবে তার নাম 'গিফট'!

সবচাইতে কৌতুককর উপদেশ : ছোট বেলায় যখন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়- ঘুষ খাওয়া মহাপাপ! আর এ দেশের মানুষ ঘুষকে এক ধরনের খাওয়া হিসেবেই মনে করে থাকে। ইদানীং খাদ্যে ভেজাল নিয়ে বিস্তর রিপোর্ট বেরুচ্ছে

প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে যেমন চাষাবাদের চল ছিল। তেমনি ঘুষেরও চল ছিল। 'উপঢৌকন' কিংবা 'ইনাম' শব্দটা তো রাজা-বাদশাদের আমলে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটিশ আমলেও এ উপমহাদেশে ঘুষের প্রচলন ছিল ব্যাপক। এরশাদ যেমন ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলেও তেমনি সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়া রুখতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছিল। এমন একটি পদক্ষেপ ছিল, ঘুষ গ্রহীতাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার প্রদান। তো এক বাঙালি চাষি এসে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালো। সামবডি ইজ ইটিং ঘুষ

পত্রিকার পাতায়। ম্যাজিস্ট্রেট রোকন উদদৌলা সারা দেশে নবাব সিরাজ উদদৌলার ইমেজকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি ব্রিটিশ রাজার ইমেজকেও ছাড়িয়ে যান সেই দোয়া থাকলো। কিন্তু ঘুষ নামক খাদ্যের ভেতরে তিনি যদি ভেজাল ধরতে পারতেন, তাহলে বোধকরি মানুষের ইমেজ ছাড়িয়ে দেবতার পর্যায়ে চলে যেতেন।

ঘুষবিষয়ক রচনা : দৈনন্দিন জীবনে ঘুষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘুষ ছাড়া কারো গতি নেই। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে নার্স কিংবা ঘরে দাইমা, যার হাতেই পড়েন না কেন, ঘুষ আপনাকে দিতেই হবে, যার নাম 'মিষ্টিমুখ'। স্কুলে ভর্তি হতে গেলে ডোনেশন। ভালো রেজাল্ট করতে চাইলে স্কুলের স্যারের কাছে প্রাইভেট ভাড়া, এটাও এক ধরনের ঘুষ। ঝড়-বৃষ্টিতে রিকশা-সিএনজি যেটাতেই চড়েন গুনতে হবে বাড়তি পয়সা। এভাবে চাকরি পেতে ঘুষ, চাকরিজীবনে ঘুষ, পেনশনের টাকা তুলতে ঘুষ এমনকি মৃত্যুর পরেও ঘুষের প্রয়োজন। অ্যাক্সিডেন্ট করে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে যেভাবেই মরেন, মর্গ থেকে লাশ ছাড়াতে দিতে হবে ঘুষ। আর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কবরের জন্য সাড়ে তিন হাতের পশ্চিম-দক্ষিণে আড়াআড়ি, ছায়া-সুশীতল প্লট পেতেও কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের দিতে হবে ঘুষ। তার আগে জানাজার নামাজের জন্য কাউকে আবার কুলখানি বা চল্লিশার জন্যও কাউকে কাউকে দিতে হবে ঘুষ! আসলে এটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে থানায় জিডি করতে কতো ঘুষ দিতে হবে, পাসপোর্ট করতে কতো, বিসিএস পাসের পর ভেরিফিকেশনে কতো এমনকি জন্ম সার্টিফিকেট কিংবা চারিত্রিক সার্টিফিকেট তুলতেও ঘুষের প্রয়োজন। তাই দৃষ্টিভঙ্গি বদলান। আগে মানুষের মৌলিক চাহিদা ছিল পাঁচটি- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এখন মানুষের ষষ্ঠ মৌলিক চাহিদার নাম ঘুষ!

কৌতুক : নিউইয়র্ক শহর থেকে বহু বহু মাইল দূরে চাকরি করেন এক সৎ পুলিশ অফিসার (ইদানীং গল্পে বা ছায়াছবিতে ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না)। তাকে নিউইয়র্কে বদলি করা হলো। তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে লিখলেন- নিউইয়র্কে মদের বার, পতিতালয়, বউর শপিংয়ের জন্য মার্কেট, ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো ও দামি স্কুলের সংখ্যা এখন যেখানে আছি তারচেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং আমার চরিত্র নষ্ট করার হীন অভিপ্রায়ে আমাকে নিউইয়র্ক বদলি করাটাকে ষড়যন্ত্র মনে করে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

দুই. একজন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য হয়তো ঘুষ নেন ওয়ার্ড বয় থেকে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত। একজন নিষ্পাপ লোক মামলা খেয়ে থানায় যেতে বাধ্য হলে হয়তো ঘুষ পান কনস্টেবল থেকে আইজি। বিদেশ থেকে কেউ দামি কিছু নিয়ে এলে তার কাছে ঘুষ খোঁজেন কাস্টমসের কোনো ছোটখাটো কর্মচারী। এই টাকা হয়তো সর্বোচ্চ পদের লোকই পান।

ব্রিজ বানাতে গিয়ে হয়তো ঘুষ খান একজন রাজমিস্ত্রি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পদের ইঞ্জিনিয়ার এভাবে সমাজের প্রতি পদে পদে লোক সেট করে তাদের কাছ থেকে যারা টাকা আদায় করে দেশ চালান, তারা নেতা ও মন্ত্রী অর্থাৎ রাজনীতিবিদ।

সব শ্রেণীর মানুষের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে শৈল্পিকভাবে যারা ঘুষ খেতে সক্ষম হন আমরা তাদের সম্মান করি। তারা আমাদের জাতীয় পতাকা বাতাসে ওড়ান। পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যুগে যুগে এ কৌতুক শুনতে শুনতেই আমাদের দিন যায়। এ চক্র ভাঙবে মানুষ কেমন করে?